https://boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রজাল কমিকস

সংখ্যা ৮৪

রহস্যভরা পুতুল

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশন

মূল্য
ভারতবর্ষে
প্রতি সংখ্যা ৭০ পয়সা
বার্ষিক চাঁদা
টা: ১৭.০০ (ডাকমাশুল)

অন্যান্য দেশে
প্রতি সংখ্যা ৯ শিলিং ৬ পেন্স

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

পান করেছেন-
ফলাও রসে
ঢালাও দিন?

ফ্যান্টা অরেঞ্জ, ইস্, কী
ভালো !...আমার
যেন তেষ্টা পায় !

ফ্যান্টা—দি কোকা-কোলা কোম্পানির তৈরী।

FANTA IS A REGISTERED TRADE MARK OF THE COCA-COLA COMPANY

CMCF-1-203 BEN

একটি অরণ্যরক্ষী

https://boierpathshala.blogspot.com

স্মাইথ, মাঠ ছেড়ে এই সময়ে তুমি এখানে কেন?
এঁ্যা– মানে – আমি অরন্যরক্ষীদের ইতিহাস পড়ছি–
– অধিনায়ক কে জানবার জন্যে! আমি তোমাকে বলেছি ওটা গোপন বিষয়! তোমার কাজ রক্ষীর কাজ শেখা– বই পড়া নয়! যাও এবার!
ক্যাডেট স্মাইথের কৌতুহলটা একটু বেশীই, কর্নেল!
ওটা স্বাভাবিক! প্রথম প্রথম ওরা সবাই অমন করে! ওকে ডেকে দাও!
এসো, এসো, স্মাইথ! আমি যখন রক্ষী-দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমার বাবা দলনেতা ছিলেন! তুমি নাকি অধিনায়কের বিষয়ে জানতে চাও?
মানে, কর্নেল– ব্যাপারটা এতো রহস্যজনক–
তা বটে! কৌতুহল হওয়াটা স্বাভাবিক! চলো, তোমাকে অধিনায়কের ঘরটা দেখাবো!
এটাই অধিনায়কের ঘর? সিন্ধুকটা ছাড়া কিছুই তো নেই এখানে!
ঠিক তাই! রোজ সকালে দলনেতা হিসেবে আমি ঐ সিন্ধুকটা খুলে দেখি কোন আদেশ আছে কিনা!
প্রায়ই কিছু থাকেনা! তবে মাঝে মাঝে ওখানে আদেশ একটা থাকে বটে!
কিন্তু আদেশ আসে কোথা থেকে? সিন্ধুকে রাখে কে?
অরন্যরক্ষীদলের কেউ জানেনা সে কথা!
আপনিও তাঁকে কখনও দেখেন নি?
না! অরন্যরক্ষীদলে কুড়ি বছর কাটলো – তবুও না! অন্য কেউ দেখেছে বলেও জানিনা!
ব্যাপারটা– অদ্ভুত না?
হ্যাঁ– কিন্তু কাজ চলে যায়! আমরাও তটস্থ থাকি সব সময়! অধিনায়ক কে জানিনা – সুতরাং যে কেউ হতে পারে!

উঃ- আঃ-
আজ শুধু হাল্কা কাজ দেয়া হ'ল! কাল থেকে আসল প্রশিক্ষণ আরম্ভ হবে!
অ্যাঁ- হ্যাঁ, স্যার!
কাজ কেমন চলছে, স্মাইথ?
ভালোই! তবে, স্যার, আমার একটা প্রশ্ন করার ছিল!
অঞ্চলের সীমানাতে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অরণ্যরক্ষীদল আছে - নিজস্ব দলপতি আছে!
ঠিক! আমি জানি তুমি কি জানতে চাইছ
এই চার্ট অনুযায়ী সব কটি অরণ্যরক্ষীদলের ওপরে একজন অধিনায়ক আছেন! কে এই অধিনায়ক?
রক্ষীদলের প্রত্যেক নতুন যোগদানকারী এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়! উত্তরটা হল - তিনি কে কেউ জানেনা!
কিন্তু, অরণ্যরক্ষীদের অচেনা অধিনায়ক হয় কি করে? এ তো অসম্ভব!
না, অসম্ভব নয়! এই নিয়মটা চলে আসছে
২০০ বছর ধরে - যখন থেকে অরণ্যরক্ষীদলের সৃষ্টি হয়েছিল! অধিনায়কের নিজস্ব নির্দেশ খুব কম সময়েই আসে - কিন্তু যখন আসে, অমনি রক্ষীদল তটস্থ হয়ে যায়!
কিন্তু আদেশ আসে কোথা থেকে?
আদেশ আসে! ব্যস! ও নিয়ে চিন্তা কোরোনা শুধু শুধু!
এ তো অদ্ভুত! অধিনায়ক কে - এটা আমি খুঁজে বের করবই!
৪নং ব্যারাক
কে এই অধিনায়ক?
তুমি অমনোযোগী ছিলে! ক্লাসের পরে দেখা কোরো!
মাপ করবেন!
তোমার মত অপদার্থ রক্ষীদলে আসেনি কখনও!
ক্যাপ্টেন, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না! আমার বাবা তাহলে ত্যাজ্যপুত্র করবেন আমাকে! আরেকটা সুযোগ - দিন আমাকে!

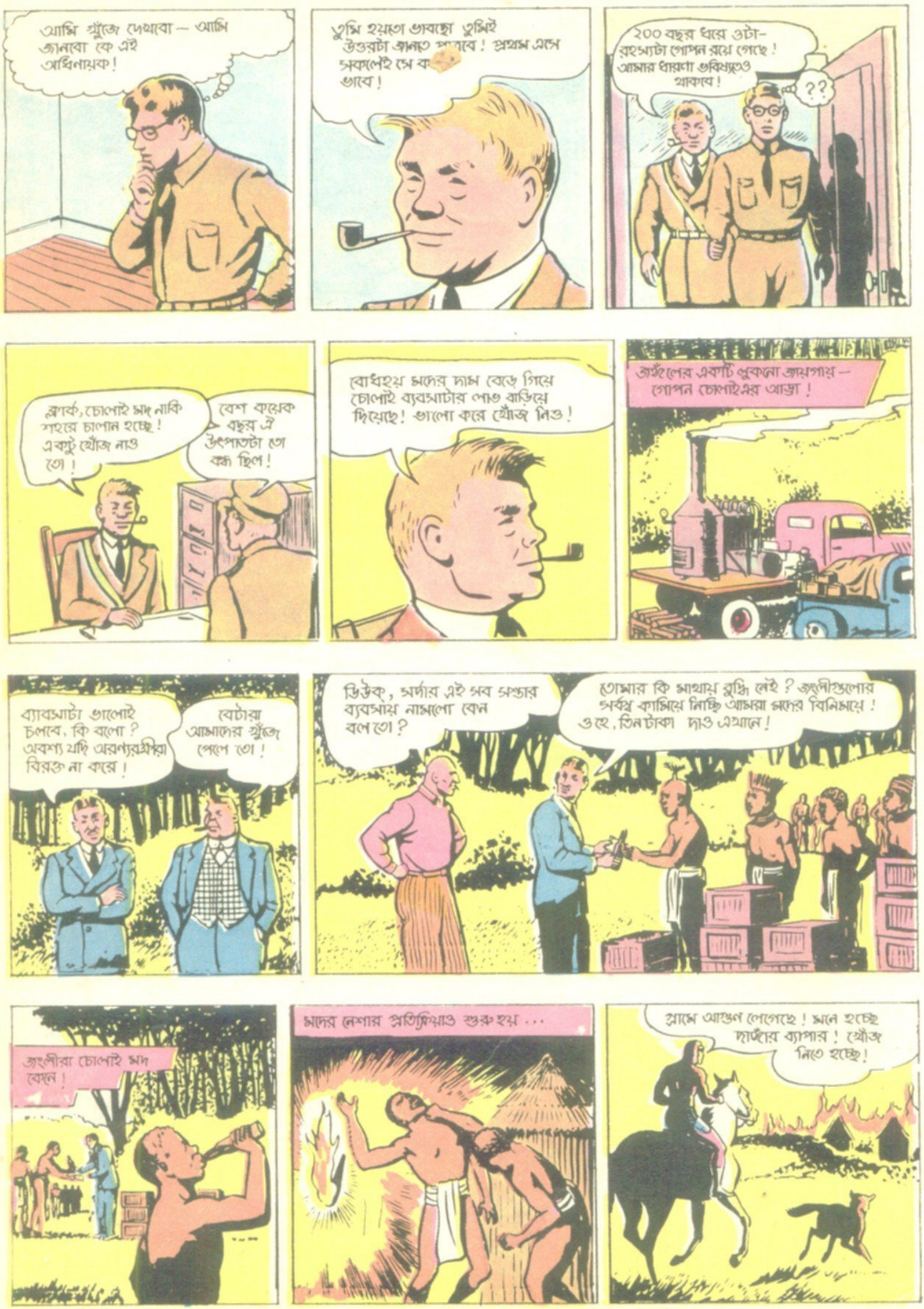
আমি খুঁজে দেখবো — আমি জানবো কে এই অধিনায়ক!
তুমি হয়তো ভাবছো তুমিই উত্তরটা জানতে পারবে! প্রথম এসে সকলেই সে ক ভাবে!
২০০ বছর ধরে ওটা-রহস্যটা গোপন রয়ে গেছে! আমার ধারণা ভবিষ্যতেও থাকবে!
??
ক্লার্ক, চোলাই মদ নাকি সহরে চালান হচ্ছে! একটু খোঁজ নাও তো!
বেশ কয়েক বছর ঐ উৎপাতটা তো বন্ধ ছিল!
বোধহয় মদের দাম বেড়ে গিয়ে চোলাই ব্যবসাটার পাও বাড়িয়ে দিয়েছে! ভালো করে খোঁজ নিও!
জঙ্গলের একটি লুকনো জায়গায় — গোপন চোলাইএর আড্ডা!
ব্যাবসাটা ভালোই চলবে, কি বলো? অবশ্য যদি অরণ্যবাসীরা বিরক্ত না করে!
বেটারা আমাদের খুঁজে পেলে তো!
ডিউক, সর্দার এই সব সস্তার ব্যবসায় নামলো কেন বলতো?
তোমার কি মাথায় বুদ্ধি নেই? জংলীগুলোর সর্বস্ব কাবিয়ে নিচ্ছি আমরা মদের বিনিময়ে! ওহে, তিনটাকা দাও এখানে!
জংলীরা চোলাই মদ বেচে!
মদের নেশার প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়...
গ্রামে আগুন লেগেছে! মনে হচ্ছে দাঙ্গার ব্যাপার! খোঁজ নিতে হচ্ছে!

মারামারি থামাও! আগুন নেভাও সকলে!
এই সবের মানে কি? কথা বলো– উত্তর দাও!
গ্রামের কয়েকজন বোতল এনেছিল – শয়তানের জল ছিল ওতে! ওর থেকেই শুরু হল!
তোমাকে একটা কাজ দেব, স্মাইথ! ছদ্মবেশ পরে শহরে ঘুরে এসো ও লক্ষ্য রেখো কোথায় কোথায় চোলাই মদ বিক্রি হচ্ছে! আর ঐ "গবেষণার" কথা ভুলে যাও!
হ্যাঁ, স্যার!
এদিকে, জঙ্গলে—
মদের বোতল! কোথায় পেলে এটাকে?
চলো, দেখাচ্ছি!
হুমম – জঙ্গলের মধ্যে চোলাই! বন্ধ করতে হবে এটাকে!
ঐ ট্রাকটার ওপরে চোলাইয়ের সরঞ্জাম! ট্রাকের ওপরে চোলাই –?
বুঝেছি – ট্রাকভর্তি মদ শহরে বিক্রি করছে! জংলীদের কাছে বিক্রিটা উপরি! এটা অরণ্যরক্ষীদের কাজ!
মদ খেয়ে মাতাল হয়ে জংলীরা গ্রামে আগুন লাগিয়েছে! ওদের মদ বিক্রি করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি!
ঠাট্টা করছ নাকি? ওদের টাকা আছে, আমরা মদ বিক্রি করবো – সোজা কথা!
ঐ ট্রাকটার ওপর নজর রাখো! চলতে শুরু করলে কোথায় যায় দেখো!
তাই হবে, বেতাল!
এখন অরণ্যরক্ষীদের ডেকে পাঠাতে হবে–শিগ্গিরই!
ঐ চোলাই দলটার খোঁজ চলছে – কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছেনা, স্যার!
আমার মনে হয় ওরা জঙ্গলে বসে করছে এ কাজ! চোখ কান খোলা রেখো, ক্যাপ্টেন!

মদ চোলাই করছে ট্রাক থেকে ? এই জন্যই ওদের ধরতে পারিনি আমরা !!
কিন্তু আমাদের অধিনায়ক জানতে পারলেন কি করে ? পুরো অরণ্য-রক্ষীদলে যে খবর জানে না —
তাছাড়া সিন্ধুকে আদেশটা এলোই বা কি করে ?
স্মাইথ, বহুদিন আগে ঐ ধরনের প্রশ্ন করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি ! এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই !
তাছাড়া অধিনায়ক কখনও ভুল করেন না ! তুমি বরং অনুসন্ধানী দলটার সঙ্গে যাও !
মানে — হ্যাঁ, স্যার ! (উঃ, কেন যে ঘরতে লাইব্রেরী ছেড়ে এসে-ছিলাম !)
তোমার ভাগ্য ভালো, স্মাইথ ! আমিও যদি যেতে পারতাম !
হ্যাঁ - মানে - হ্যাঁ - ভালো হত —
আমার বদলে গেলে !
আমরা এই কজনই, ব্যস ? আর নেই ?
কয়েকটা চোলাই চোরকে ধরতে পুরো পল্টন লাগবে নাকি ?
সাধারণতঃ এ রকম কাজে একজন অরণ্যরক্ষীই যায়। কিন্তু কর্নেল চোলাই দলটার সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিত হতে পারেন নি বলে —
হয়তো জনা কুড়ি পঁচিশ হবে ওরা ! এই জন্যই কর্নেল আমাদের তিনজনকে পাঠালেন !
!
চোলাই দলটা —
এক জায়গায় অনেকদিন হয়ে গেছে ! এবার অন্য কোথাও যাওয়া দরকার ! ট্রাকগুলোর রওনা করে দাও, ডিউক !
দারুণ বুদ্ধিটা কিন্তু, ওস্তাদ ! ঘুরে ঘুরে বেড়ালে ধরে কার সাধ্যি !
হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে বাঁচবার উপায় — বুদ্ধি খোলা রেখে চলবে !
জায়গাটা আধমাইল দূরে ! স্মাইথ, সোজা যাবে তুমি ! ডেভ, পশ্চিম দিকে যাও ! আমি ওদের পেছন থেকে এগোচ্ছি !

বড্ড দেরী হয়ে গেছে! ওরা পালিয়েছে!
বাঁচা গেল! এবার বাড়ি ফেরা যাবে!
ট্রাকটার চাকার দাগ রয়েছে স্পষ্ট! জীপটা শিগ্গির আনো, স্মাইথ!
দাঁড়াও! ব্যাপারটা সুবিধের নয়!
ওপারে চাকার দাগ নেই! চোলাই দলটা পুরনো ফন্দি খাটিয়েছে! এই ঝরণার তলাটা শক্ত পাথর— দাগ পড়েনা!
এখন প্রশ্ন হল ওরা ঝরণা বেয়ে কোন দিকে গেছে?
ওদের আর খোঁজ পাওয়া যাবেনা! এবার ফেরা যাওয়া ভালো!
দু'দলে ভাগ হয়ে দুদিকে যাবো আমরা!
আরও লোক সঙ্গে থাকলে ভালো হত না?
শোনো, স্মাইথ! তুমি এখন অরণ্যরক্ষী! নিজে নিজে কাজ করতে শিখতে হবে তোমাকে!
হ্যাঁ, স্যার!
ট্রাকগুলো চলে গেছে! কোন দিকে গেল ওরা?
আমি এখনও জানিনা, বেতাল!
অন্যরা নজর রেখেছে! এক্ষুণি খবর এসে যাবে!
ঠিক আছে! আমরা অপেক্ষা করবো!
ট্রাকগুলো সবুজ উপত্যকায়
ঐ চাকগুলো কি থামবে না?
কি এসে যায়? জংলীদের হাতে পয়সা থাকলেই মদ কিনতে আসবে!

ঢাকের খবর আসছে- "ট্রাকগুলো সবুজ উপত্যকায়!"
ঠিক আছে! এই কাগজটা ঝরনার কাছে অরণ্যরক্ষীদের দিয়ে এসো!
চোলাই দলটা বেশীদূর যাবার আগেই ওদের ধরতে হবে!
হয়তো চোলাই দল টল কিছু নেই! হয়তো অধিনায়ক ভুল করেছেন!
হয়তো অধিনায়ক বলে কিছু নেই! কি রকমের রক্ষীদল এটা- কেউ জানেনা এমন একজন লোকের আদেশ মেনে চলেছে?
নতুন ভর্তির জ্বর বলে এটাকে! একটু চুপ কর তো, স্মাইথ্!
চলো, রওনা হওয়া যাক্! না, দাঁড়াও! জংলীটা কি একটা কাগজ এনেছে! হয়তো সদরের খবর-!
এ যে অধিনায়কেরই আদেশ!
চোলাই দলটা সবুজ উপত্যকায়
অধিনায়ক অ: র:
অধিনায়ক- বেতালে!
অধিনায়কের আদেশ! দেখি দেখি-
ইস্! ভেবেছো একবার- এই প্রথম অধিনায়ক সোজাসুজি আদেশ পাঠিয়েছেন!
আদেশ সব সময়ে সিন্ধুকে আসে! বুড়োটাকে জিজ্ঞেস করো কে ওকে এটা দিয়েছে!
চোলাই দলটা সবুজ উপত্যকায়
অধিনায়ক অ: র:
এ্যাই- এটা তোমাকে কে দিয়েছে? কোথায় পেলে এটা?
কথা বলিনা!
তারমানে অধিনায়ক আমাদের ওপরে চোখ রেখে চলেছেন-
তারমানে- সত্যিই অধিনায়ক আছেন?
সবুজ উপত্যকা তো সামনেই!... ভেবে দ্যাখো- অধিনায়কের সোজাসুজি আদেশ পেলাম আমরা!
ব্যারাকে ফিরে দলের আর সবাইকে বলতে হবে!
সাবধান! বন্দুক তৈরী রাখো! নিঃশব্দে এগোও!

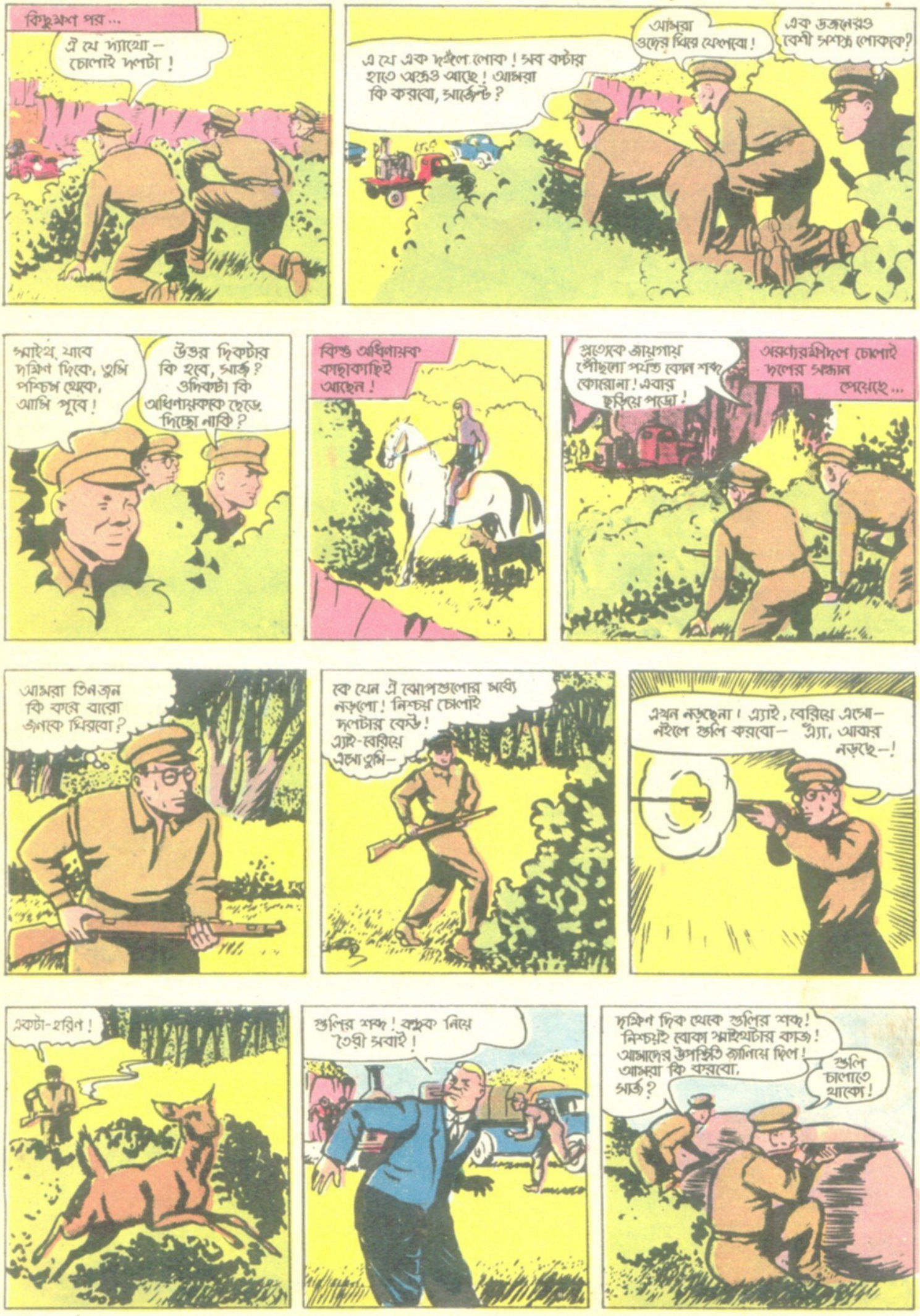
কিছুক্ষণ পর ...
ঐ যে দ্যাখো — চোপোই দলটা !
এ যে এক দঙ্গল লোক ! সব কটার হাতে অস্ত্রও আছে ! আমরা কি করবো, সার্জেন্ট ?
আমরা ওদের ঘিরে ফেলবো !
এক ডজনেরও বেশী সশস্ত্র লোককে?
স্মাইথ, যাবে দক্ষিণ দিকে, তুমি পশ্চিম থেকে, আমি পূবে !
উত্তর দিকটার কি হবে, সার্জ ? ওদিকটা কি অধিনায়ককে ছেড়ে দিচ্ছো নাকি ?
কিন্তু অধিনায়ক কাছাকাছিই আছেন !
প্রত্যেক জায়গায় পৌঁছলো পর্যন্ত কোন শব্দ কোরোনা ! এবার ছড়িয়ে পড়ো !
অরণ্যরক্ষীদল চোপোই দলের সন্ধান পেয়েছে ...
আমরা তিনজন কি করে বারো জনকে ঘিরবো ?
কে যেন ঐ ঝোপগুলোর মধ্যে নড়লো ! নিশ্চয় চোপোই দলটার কেউ ! এ্যাই-বেরিয়ে এসো তুমি—
এখন নড়ছেনা ! এ্যাই, বেরিয়ে এসো— নইলে গুলি করবো— এ্যাঁ, আবার নড়ছে—!
একটা-হরিণ !
গুলির শব্দ ! কাছুক নিয়ে তৈরী সবাই !
দক্ষিণ দিক থেকে গুলির শব্দ ! নিশ্চয়ই বোকা স্মাইথটার কাজ ! আমাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল ! আমরা কি করবো, সার্জ ?
গুলি চালাতে থাকো !

চোলাই ডাকাতদের মুখোমুখি অরণ্যরক্ষীরা!
বড় পাথরটার পেছনে অরণ্যরক্ষী! দুজনকে ওদের পেছন দিকে পাঠাও!
স্মাইথের কি হয়েছে? ওর দিক থেকে গুলি করছেনা কেউ!
এই রকম কাজে আনকোরা একটা ভীতুকে আনাই উচিৎ হয়নি!
ক্যাডেট স্মাইথ ভয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে!
বন্দুক ফেলে দাও!
অরণ্যরক্ষীরা! আরও কটা আছে?
প্রথম গুলিটা দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিল! তার পাশে ওদিকে একজন আছে!
ও এরকম জায়গাতেই ছিল! ওকে খুঁজে বের করতে হবে!
গাছের পাতার আড়ালে বসে স্মাইথ ভয়ে কাঁপছে!
তৃতীয় রক্ষীটার দেখা নেই! নিশ্চয় পালিয়ে গেছে!
ঠিক আছে! বাকি দুজনকে দাঁড় করিয়ে গুলি করো!
দেখলে তো! ভীতু স্মাইথটা আমাদের ফেলে পালালো!
কাপুরুষটাকে একবার হাতের কাছে পেলে...
তোমরা কি পাগল হয়েছো? অরণ্যরক্ষীদের তোমরা হত্যা করতে পারোনা!
পারিনা বুঝি? তোমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে? ফায়ারিং স্কোয়াড. দাঁড় করাও! নিয়ম মতই করা যাক ব্যাপারটা!

আশাকরি এখন আমি নিরাপদ– ওরা মার্ক আর ডেভকে গুলি করতে যাচ্ছে! আমারই দোষে হল এটা!
তুমি কি করবে ভেবেছো?
কে তুমি?
আমার কথা বাদ দাও! চোপাই ডাকাতগুলো তোমার বন্ধুদের হত্যা করতে যাচ্ছে! ওদের সাহায্য করবেনা তুমি?
আমি জানি তুমি অরণ্যরক্ষীদলে সবে যোগ দিয়েছো– তা ছাড়া বয়সও কম তোমার! কিন্তু কিছু করতে হলে আর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে তা করতে হবে তোমাকে!
অরণ্যরক্ষীদের সামরিক শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে! তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে–? শেষ ইচ্ছা–টিচ্ছা?
XXII
সোজা আক্রমণ করো ওদের– গুলি চালিয়ে যাও– থেমোনা একবারও!
আমার ভয় করছে!
যুদ্ধে সবাই ভয় পায়! কিন্তু তুমি না অরণ্যরক্ষী? ওরা তোমার বন্ধু না? যাও– এগিয়ে যাও–
এবার!
তৈরী– এবার! এক–দুই– একি?
চোপাই ডাকাতরা রক্ষী দুজনকে গুলি করতে যাবে– এমন সময়ে–
এ যে সাইথ! গুলি করছে!
ছেলেটার কি মাথা খারাপ? ওরা তো ওকে কচু কাটা করবে এক্ষুনি!
উনি বললেন– "গুলি চালিয়ে যাও!"
ঐ সেই নিখোঁজ রক্ষীটা! ওর মাথা খারাপ হয়েছে! গুলি করো ওকে!

ঠিক এই সময়ে – পেছন থেকেও বন্দুক গর্জে ওঠে! ঝোপের আড়াল থেকে উঠে আসে এক আশ্চর্য মূর্তি...
বেতালের পিস্তল গর্জন করে...
এগিয়ে এসো, স্মাইথ্!
স্মাইথের বুকে হাতুড়ি পেটার শব্দ যেন...
ওদের ঘেরাও করো–!
ওরা সব দিক থেকে আসছে!
কম করেও পনের জন হবে!
মেশিনগানের মতো গুলি বেরোয় বেতালের পিস্তল থেকে – তীব্রগতি বেতাল এক ট্রাক থেকে আরেক ট্রাকে চোপোইএর সরঞ্জাম ধ্বংস করে যায়...
ঐ ঝড়টা কে, স্যার?
কি এসে যায়! ও আমাদের পক্ষে – এটাই যথেষ্ট! চলো, ওকে সাহায্য করা যাক!
অরণ্যরক্ষীরা কাজে নামে এবার!
বেতাল একদিক থেকে সাহায্য করে ওদের–
...কিন্তু স্মাইথ্ যেন একটু অসুবিধায় পড়েছে –
একি – গুলি শেষ!
দুই তালপাতার সেপাই – তোকে–

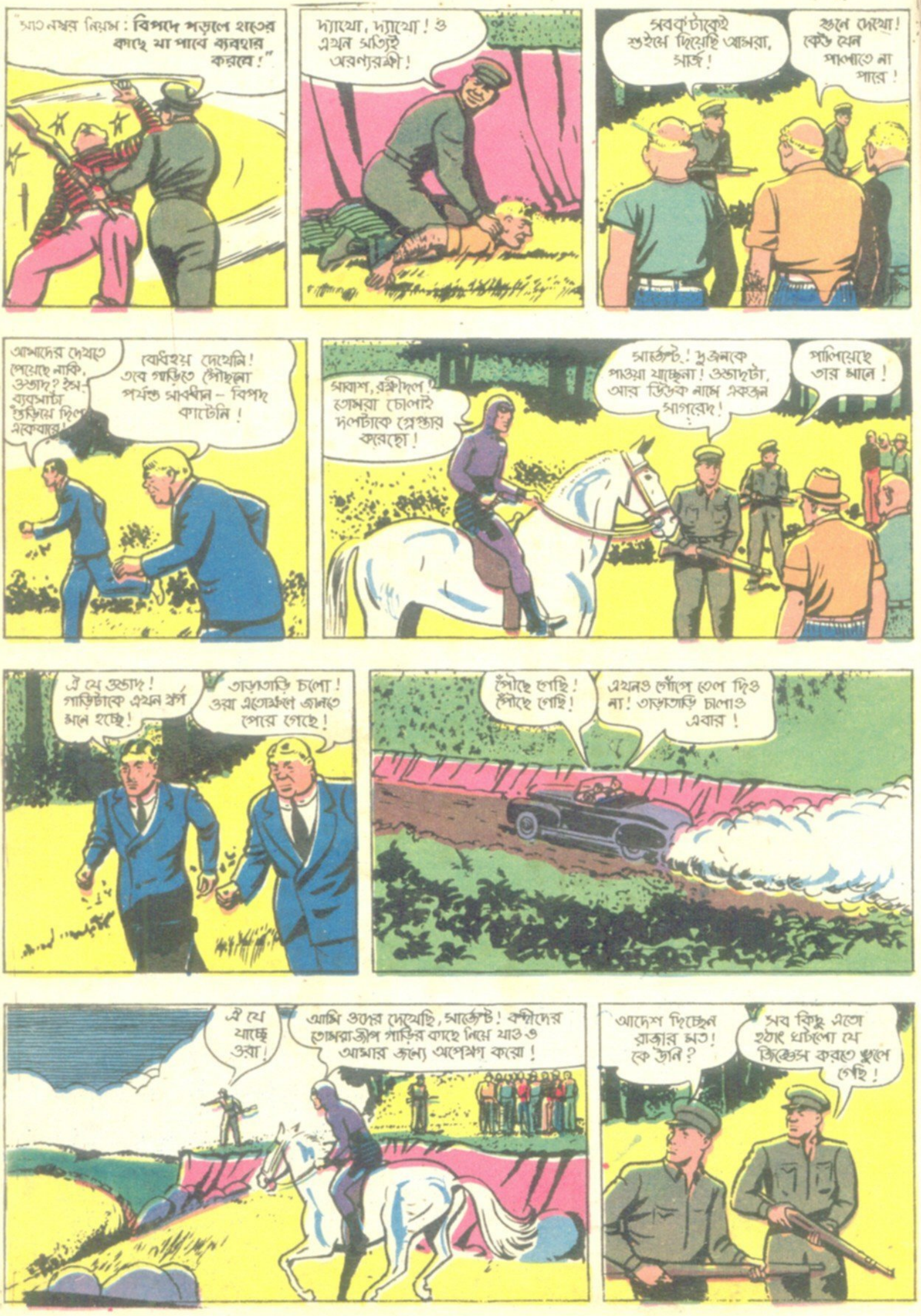
"আট নম্বর নিয়ম : বিপদে পড়লে হাতের কাছে যা পাবে ব্যবহার করবে!"
দ্যাখো, দ্যাখো! ও এখন সত্যিই অরণ্যরক্ষী!
সবকটাকেই শুইয়ে দিয়েছি আমরা, সার্জ!
শুনে দেখো! কেউ যেন পালাতে না পারে!
আমাদের দেখতে পেয়েছে নাকি, ওস্তাদ? ইস, ব্যবস্থাটা তছনছ দিলে একেবারে!
বোধহয় দেখেনি! তবে গাড়িতে পৌঁছনো পর্যন্ত সাবধান – বিপদ কাটেনি!
সাবাশ, রক্ষীদল! তোমরা চোলাই দলটাকে গ্রেপ্তার করেছো!
সার্জেন্ট! দুজনকে পাওয়া যাচ্ছেনা! ওস্তাদটা, আর ডিউক নামে একজন সাগরেদ!
পালিয়েছে তার মানে!
ঐ যে ওস্তাদ! গাড়িটাকে এখন স্পর্শ মনে হচ্ছে!
তাড়াতাড়ি চলো! ওরা এতোক্ষণে জানতে পেরে গেছে!
পৌঁছে গেছি! পৌঁছে গেছি!
এখনও লোপে তেল দিও না! তাড়াতাড়ি চালাও এবার!
ঐ যে যাচ্ছে ওরা!
আমি ওদের দেখেছি, সার্জেন্ট! বন্দীদের তোমরা জীপ গাড়ির কাছে নিয়ে যাও ও আমার জন্যে অপেক্ষা করো!
আদেশ দিচ্ছেন রাজার মত! কে উনি?
সব কিছু এতো হঠাৎ ঘটলো যে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি!

উনি যেই হোন না কেন, ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন বটে! নইলে এতোক্ষণে -
ঠিক! ওহে - এবার চলতে শুরু করো!
ঐ মুখোশপরা লোকটা কে, ওস্তাদ? সাজসরঞ্জাম চুরমার - সঙ্গীরা বন্দী - উঃ -
সরঞ্জামও পাওয়া যাবে - সঙ্গীও পাওয়া যাবে! আসল কথা হ'ল আমরা পালাতে পেরেছি!
তোমাকে ভীতু ভেবেছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি, সাইথ! তুমি ও মুখোশপরা লোকটি আমাদের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছো!
ও যদি আসল কথা জানতো! আমি তো ভয়ে পালাতে যাচ্ছিলাম! মুখোশপরা লোকটি আমাকে থামালেন বলেই তো -
আমি ঠিক সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিলাম!
আর একটু বেশী অপেক্ষা করলেই হয়েছিল আর কি! যাই হোক - সাবাশ!
শহরে ফিরে গিয়ে আমরা নতুন সরঞ্জাম ও লোকজন নিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করব!
কিছুদিন চুপ করে থাকা ভালো না, ওস্তাদ? কি হ'ল?
এ্যাই!
সাবাশ তুফান! জোরে -!
ওকে শেষ করো ওস্তাদ!
করছি!
গাড়ি থামাও!
আমি সঙ্গে আসতে পারি?

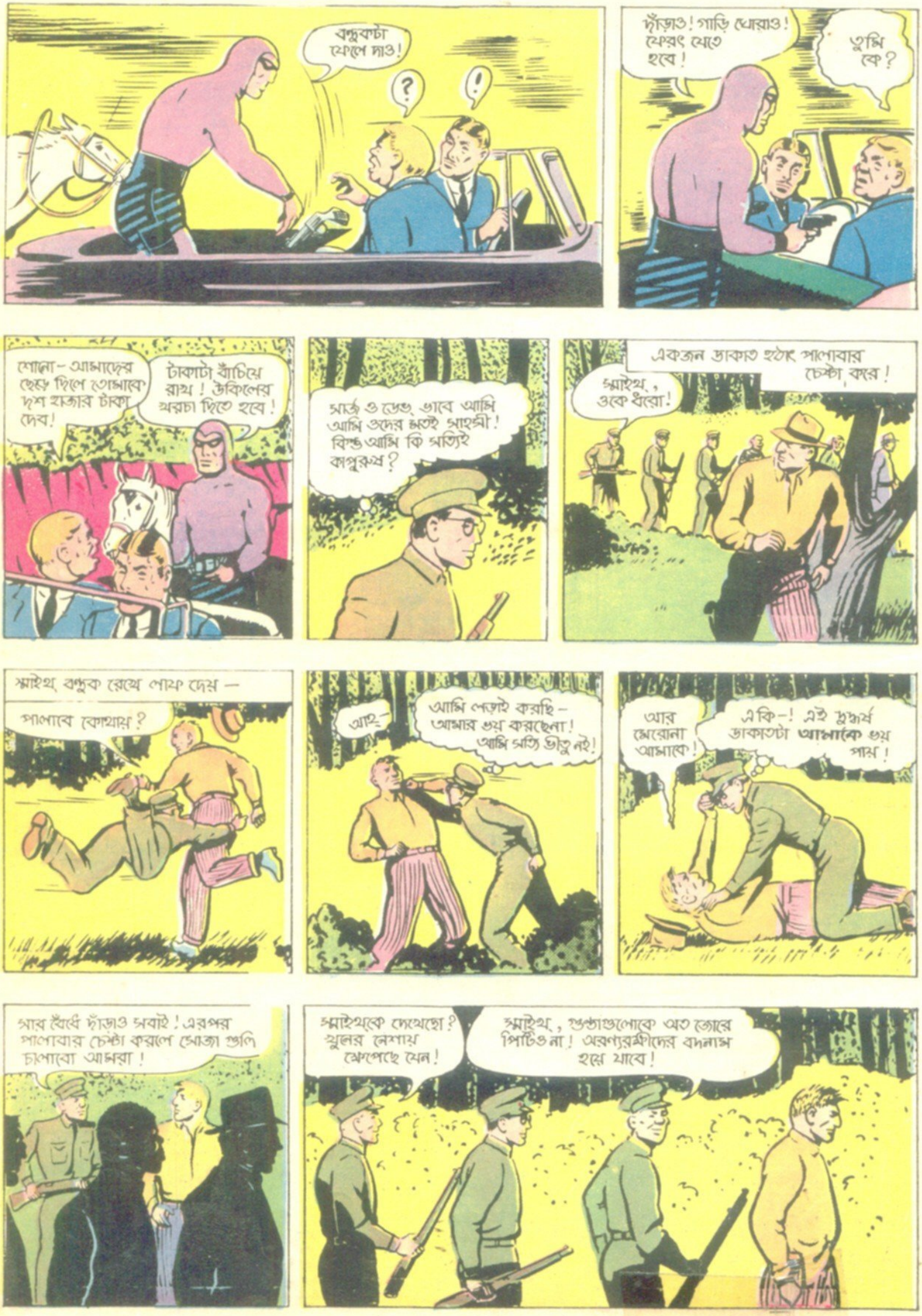
বন্দুকটা ফেলে দাও!
?
!
দাঁড়াও! গাড়ি ঘোরাও! ফেরৎ যেতে হবে!
তুমি কে?
শোনো – আমাদের ছেড়ে দিলে তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব!
টাকাটা বাঁচিয়ে রাখ! উকিলের খরচা দিতে হবে!
সার্জ ও ডেভ্ ভাবে আমি আমি ওদের মতই সাহসী! কিন্তু আমি কি সত্যিই কাপুরুষ?
একজন ডাকাত হঠাৎ পালাবার চেষ্টা করে!
স্মাইথ্, ওকে ধরো!
স্মাইথ্ বন্দুক রেখে লাফ দেয় —
পালাবে কোথায়?
আহ্–
আমি লড়াই করছি – আমার ভয় করছেনা! আমি সত্যি ভীতু নই!
আর মেরোনা আমাকে!
একি–! এই দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতটা আমাকে ভয় পায়!
সার বেঁধে দাঁড়াও সবাই! এরপর পালাবার চেষ্টা করলে সোজা গুলি চালাবো আমরা!
স্মাইথকে দেখেছো? খুনের নেশায় ক্ষেপেছে যেন!
স্মাইথ্, গুন্ডাগুলোকে অত জোরে পিটিও না! অরণ্যরক্ষীদের বদনাম হয়ে যাবে!

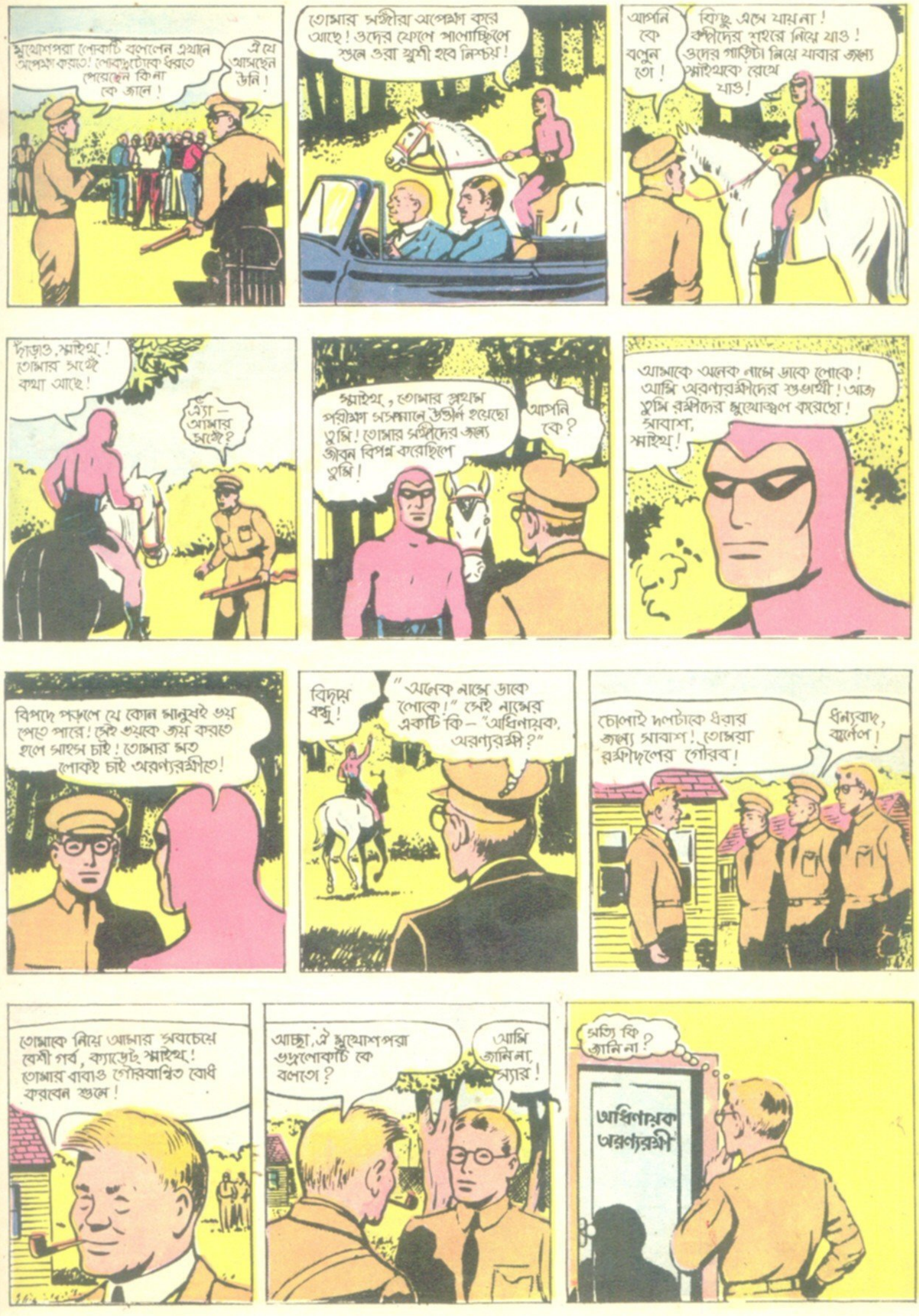
মুখোশপরা লোকটি বললেন এখানে অপেক্ষা করতে! লোকদুটোকে ধরতে পেরেছেন কিনা কে জানে!
ঐ যে আসছেন উনি!
তোমার সঙ্গীরা অপেক্ষা করে আছে! ওদের ফোনে পাঠাচ্ছিলে শুনে ওরা খুশী হবে নিশ্চয়!
আপনি কে বলুন তো!
কিছু এসে যায় না! বন্দীদের শহরে নিয়ে যাও! ওদের গাড়িটা নিয়ে যাবার জন্য স্মাইথকে রেখে যাও!
দাঁড়াও, স্মাইথ্! তোমার সঙ্গেই কথা আছে!
এ্যাঁ — আমার সঙ্গে?
স্মাইথ্, তোমার প্রথম পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছো তুমি! তোমার সঙ্গীদের জন্য জীবন বিপন্ন করেছিলে তুমি!
আপনি কে?
আমাকে অনেক নামে ডাকে লোকে! আমি অরণ্যরক্ষীদের শুভার্থী! আজ তুমি রক্ষীদের মুখোজ্জ্বল করেছো! সাবাশ, স্মাইথ্!
বিপদে পড়লে যে কোন মানুষই ভয় পেতে পারে! সেই ভয়কে জয় করতে হলে সাহস চাই! তোমার মত লোকই চাই অরণ্যরক্ষীতে!
বিদায় বন্ধু!
"অনেক নামে ডাকে লোকে!" সেই নামের একটি কি — "অধিনায়ক, অরণ্যরক্ষী?"
চোলাই দলটাকে ধরার জন্য সাবাশ! তোমরা রক্ষীদলের গৌরব!
ধন্যবাদ, কর্ণেল!
তোমাকে নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশী গর্ব, ক্যাডেট্ স্মাইথ্! তোমার বাবাও গৌরবান্বিত বোধ করবেন শুনে!
আচ্ছা, ঐ মুখোশপরা ভদ্রলোকটি কে বলতে?
আমি জানি না, স্যার!
সত্যি কি জানি না?
অধিনায়ক অরণ্যরক্ষী

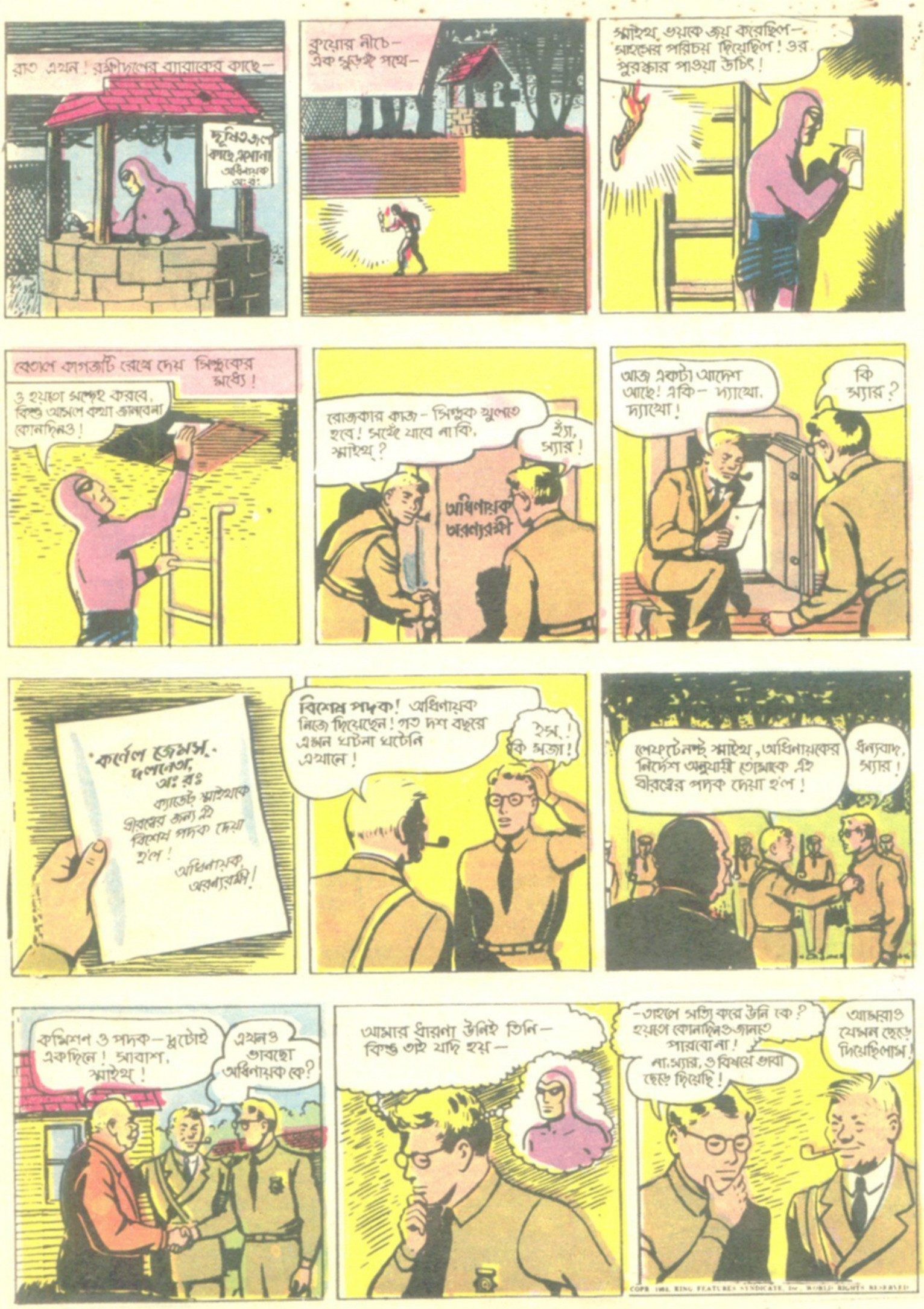
রাত এখন! রক্ষীদলের ব্যারাকের কাছে—
দূষিত জলে কাছে এখানা অধিনায়ক অঃ রঃ
কুয়োর নীচে— এক সুড়ঙ্গ পথে—
স্মাইথ, ভয়কে জয় করেছিল— সাহসের পরিচয় দিয়েছিল! ওর পুরস্কার পাওয়া উচিৎ!
বেতাল কাগজটি রেখে দেয় সিন্দুকের মধ্যে!
ও হয়তো সন্দেহ করবে, কিন্তু আসলে কথা জানবেনা কোনদিনও!
রোজকার কাজ— সিন্দুক খুলতে হবে! সঙ্গে যাবে না কি, স্মাইথ্?
হ্যাঁ, স্যার!
অধিনায়ক অরণ্যরক্ষী
আজ একটা আদেশ আছে! একি— দ্যাখো, দ্যাখো!
কি স্যার?
"কর্ণেল জেমস, দলনেতা, অঃ রঃ ক্যাপ্টেন স্মাইথকে বীরত্বের জন্য এই বিশেষ পদক দেয়া হ'ল! অধিনায়ক, অরণ্যরক্ষী!
বিশেষ পদক! অধিনায়ক নিজে দিয়েছেন! গত দশ বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি এখানে!
ইস্! কি মজা!
লেফটেনান্ট স্মাইথ্, অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী তোমাকে এই বীরত্বের পদক দেয়া হ'ল!
ধন্যবাদ, স্যার!
কমিশন ও পদক— দুটোই একদিনে! সাবাশ, স্মাইথ্!
এখনও ভাবছো অধিনায়ক কে?
আমার ধারণা উনিই তিনি— কিন্তু তাই যদি হয়—
—তাহলে সত্যি করে উনি কে? হয়তো কোনদিনও জানতে পারবো না!
না, স্যার, ও বিষয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি!
আমরাও যেমন ছেড়ে দিয়েছিলাম!

রহস্যভরা পুতুল

দুষ্টুমি করবিনা মোটে! নইলে এক্ষুণি ডাকে ধুম পাড়িয়ে দেব!

জোরী, খেতে আয়!
আসছি মা!

শিগ্গির! নিয়ে নাও ওটা!

কি হয়েছে?
হতেই হবে! শিগ্গির বারো – ছেলেটা বুঝতে পারার আগেই!
কিন্তু স্লিম, – এই খেলনা কুকুরটা দিয়ে কি কাজ হবে?

উপায় নেই! কাস্টমস্‌এর লোকরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে! নাও, শিগ্গির সেলাই করো!
আমার ভালো ঠেকছে না – পঞ্চাশটাকা দামের জহরত খেলনা কুকুরের পেটে!

ওহে কুকুরছানা – চোখের আড়াল হয়োনা!

বোবো, বোবো!
ঐ যে! যেখানে সেখানে খেলনা ফেলে যাস কেন?

কি হয়েছে? আমাদের কি দরকার?
তোমাদের সঙ্গেই কি আছে দেখতে চাই! চলো এবার!

তোমাদের দুজনের সম্বন্ধে গোপন খবর এসেছে! গত মাসে চুরি করা হীরেগুলো তোমরা নাকি পাচার করছো!
আমরা মানহানির মামলা করবো!

হীরে টিরে কিছু নেই, স্যার! ওদের পুরো তল্লাশী করা হয়েছে!
কাপড় জামা পরে বিদেয় হও এবার!
এ অন্যায় অত্যাচার!
আমাদের উকিলের চিঠি পাবে তোমরা!

বুঝতে পারছিনা ব্যাপারটা! খবরটা ভুল হতে পারে না! হীরেগুলো নিয়েই ওরা জাহাজে উঠেছিল!
এখন সঙ্গে নেই! কিছুই আর করা যাবেনা!

মা, আমার খিদে পেয়েছে!
হোটেলে পৌঁছেই খাবো আমরা, জেরী!

খোকা, শোনো! তোমার পুরনো কুকুরটা আমাকে দাও, আমি এই নতুন ভালুকছানাটা তোমাকে দেব! দশটা টাকাও পাবে তুমি!
?

এবার কুকুরটা দাও দিখি!
চেপে যাও! ওর মা আসছে!
না!

সত্যি, মা, কতকগুলো লোক বোবোকে চাইছিল!
তুই কল্পনা করছিস, জেরী! বড়রা তোর খেলনা কুকুর নিয়ে কি করবে?

বোবোকে আমার সঙ্গে বেঁধে না দিলে আমি ঘুমোব না!
হয়েছে? এবার বোবো পালাতে পারবে না! এবার ঘুমিয়ে পড়!

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে— শিন্নির পুতুলটা নিয়ে এসো!
যাচ্ছি, বাবা যাচ্ছি! পুতুলের বুদ্ধিটা কি আমি দিয়েছিলাম?

হতচ্ছাড়া কুকুরটা ছেলেটার গায়ে বাঁধা! ও যদি চিৎকার করে ওঠে সবাই শুনতে পাবে!
ওয়া-আ-আ

দড়িটাকে ছিঁড়তে পারলে – ও কি? স্লিপের শীষ যেন! তারমানে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে! হীরেগুলোর কি হবে?

পাহারাদার আসছে! শিন্নির!
আসছি!

এ্যাই! কি হচ্ছে ওখানে! দাঁড়াও!
জেরী! জেরী!
চুপ করে থেকো! তোমাকে তোমার কুকুরছানা সমেত বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি!
ওটাকেও নিয়ে এলে কেন?
বললাম তো! কুকুরটা ওর সঙ্গে বাঁধা ছিল! তোমার শীষ শুনে তখন আর সময় ছিলনা! আর কতদুর যাবে জঙ্গলের ভেতরে?
এইখান পর্যন্ত! ছেলেটাকে এখানে ছেড়ে যাবো!
ছেড়ে যাবে— জঙ্গলের মধ্যে?
ওরা তর্ক করে—
ওকে এখানেই ফেলে যাওয়া ভালো! ওকে সঙ্গে নেয়া চলবে না!
এর সঙ্গে হত্যা করার কোন পার্থক্য আছে?
আরে- গেল কোথায় ছেলেটা?
নিশ্চয়ই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে! শিগ্গির ধরো ওকে!
তখন হঠাৎ কাছেই একটা প্রচন্ড গর্জন—
শুনছো? একটা সিংহ! এইখানেই!
চলো পালানো যাক!
কিন্তু ছেলেটার কি হবে? হীরেগুলো ওর কাছেই—
পালাও, পালাও! হীরের কথা পরে ভাবা যাবে! সিংহটা—
বেচারী ছেলেটা—
মা— মা—

জঙ্গলে রাত —
ও কি! বাচ্চা ছেলের কান্নার মত শোনাচ্ছে না? হ্যাঁ-তাই! একটা সিংহও আছে! শিগ্গির চল্, তুফান!
বাচ্চা ছেলে একা জঙ্গলে কি করছে? এতো কাছ থেকে গুলি করা যাবে না!
তা ছাড়া গুলি করলেও পড়ে যাবার আগে সিংহটা ওকে আচড়ে কামড়ে দেবে!
ওকে মার, বোবো! কামড়া ওকে! ওকে তাড়িয়ে দে!
আমাকে ঝুঁকে নিতেই হবে
পালাও, খোকা পালাও!
আচ্ছা! আচ্ছা!
হঠাৎ জেরী হোঁচট খায়!
ঠিক সেই মুহূর্তে বোবো লাফ দিয়ে পড়ে সিংহটার পিঠে —
বিরাট পশুরাজ ছটফট করে, মাটিতে লুটোপুটি খায় — বোবো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে!
এবার তার লৌহপেশীর সমস্ত শক্তি একত্র করে চাপ দেয় সে — একটা হাড় ভাঙ্গার শব্দ —
উঃ — আর একটু হলে —! তুমি এখানে কি করে এলে খোকা?
দুষ্টু লোকরা আমাকে এনেছে! ওরা বোবোকে চুরি করতে গিয়েছিল!
ও-ই বোবো? আমাকে তোমার ভয় করছেনা তো, খোকা?
জানিনা! তুমি কি দুষ্টু লোক?
না, আমি ভালো লোক! চলো তোমাকে মার কাছে নিয়ে যাবো! কোথায় থাকো তুমি?
আমি জানিনা! উ-হু ওখানে!

খুব পাচ্ছে- উঃ উঃ উঃ
হীরে গুলোর জন্যে এতো পরিশ্রম করে শেষে কিনা সব ফেলে পালাতে হ'ল ?
না পালালে সিংহের পেটে যেতে হ'ত!
এত সহজে হাল ছাড়ছিনা আমি! আরে- এই জিনিষই চাই আমাদের!
বন্দুক
হ্যাঁ, আমি বন্দুক বিক্রি করি বটে, তবে এতো রাতে নয়!
লেগে এসো দাদু! যদের হাজির!
আপনার ছেলেকে খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে! অত চিন্তা করবেন না!
আমার খোকা!
জেরীকে চুরি করতে চাইবে কে? আমার তো টাকাপয়সা নেই! আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা!
যদি টাকার জন্যেই ছেলেটাকে চুরি করেছিল, তবে ওকে ফেলে গেল কেন? হয় ওরা জঙ্গলের কিছু জানেনা, নয়তো ওরা খুনী!
অবশ্য ওর খেলনা কুকুর চুরি করতে চাওয়ার গল্পটা ছেলেমানুষী! তবু কিছু বুঝতে পারছিনা!
আমরা এখন ঘুমোব! সকালে ছেলেটার বিষয়ে খোঁজ খবর শুরু করা যাবে! বাঘা, তুই পাহারা দে!
অন্ধকারে খুঁজে বেড়িয়ে লাভ নেই! সকাল পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করা যাক!
ঠিক! দরজা জানলা বন্ধ করে একটু ঘুমনো যাক!
কি খোকা? ঘুম ভাঙলো?
কাছেই- ভোরবেলা!
তুমি কে? মার কাছে যাবো- খিদে পেয়েছে!

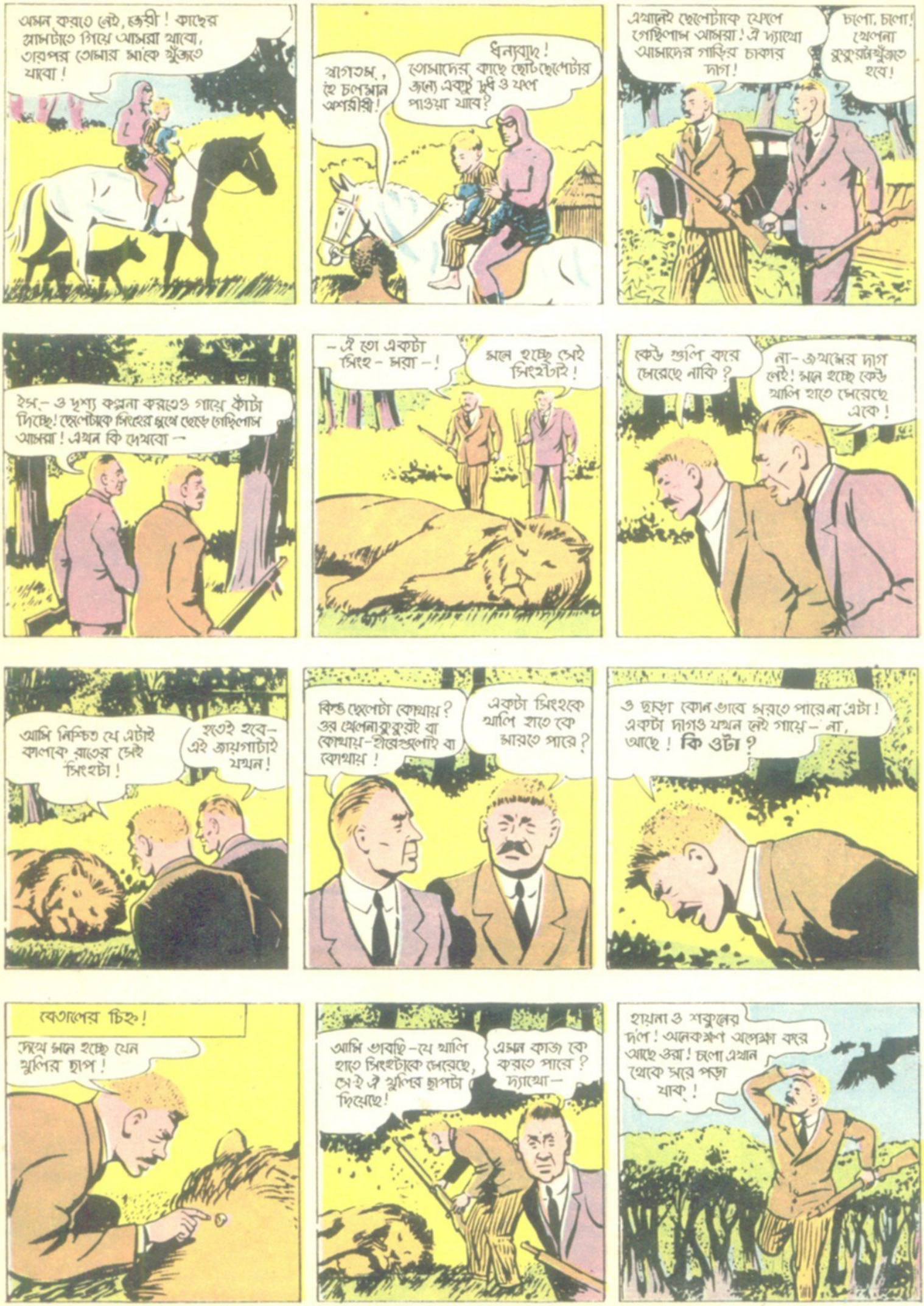
অমন করতে নেই, জেরী! কাছের স্টেশনটাতে গিয়ে আমরা খাবো, তারপর তোমার মাকে খুঁজতে যাবো!
স্বাগতম, হে চলমান অশরীরী!
ধন্যবাদ! তোমাদের কাছে ছোট ছেলেটার জন্যে একটু দুধ ও ফল পাওয়া যাবে?
এখানেই ছেলেটাকে ফেলে গেছিলাম আমরা! ঐ দ্যাখো আমাদের গাড়ির চাকার দাগ!
চলো, চলো! খেলনা কুকুরটা খুঁজতে হবে!
ইস্- ও দৃশ্য কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! ছেলেটাকে সিংহের মুখে ছেড়ে গেছিলাম আমরা! এখন কি দেখবো —
— ঐ তো একটা সিংহ - মরা —!
মনে হচ্ছে সেই সিংহটাই!
কেউ গুলি করে মেরেছে নাকি?
না- জখমের দাগ নেই! মনে হচ্ছে কেউ খালি হাতে মেরেছে একে!
আমি নিশ্চিত যে এটাই কালকে রাতের সেই সিংহটা!
হতেই হবে- এই জায়গাটাই যখন!
কিন্তু ছেলেটা কোথায়? ওর খেলনা কুকুরই বা কোথায়-হীরেগুলোই বা কোথায়!
একটা সিংহকে খালি হাতে কে মারতে পারে?
ও ছাড়া কোন ভাবে মরতে পারে না এটা! একটা দাগও যখন নেই গায়ে- না, আছে! কি ওটা?
বেতালের চিহ্ন!
সত্যি মনে হচ্ছে যেন গুলির ছাপ!
আমি ভাবছি-যে খালি হাতে সিংহটাকে মেরেছে, সেই ঐ গুলির ছাপটা দিয়েছে!
এমন কাজ কে করতে পারে? দ্যাখো—
হায়না ও শকুনের দল! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে ওরা! চলো এখান থেকে সরে পড়া যাক!

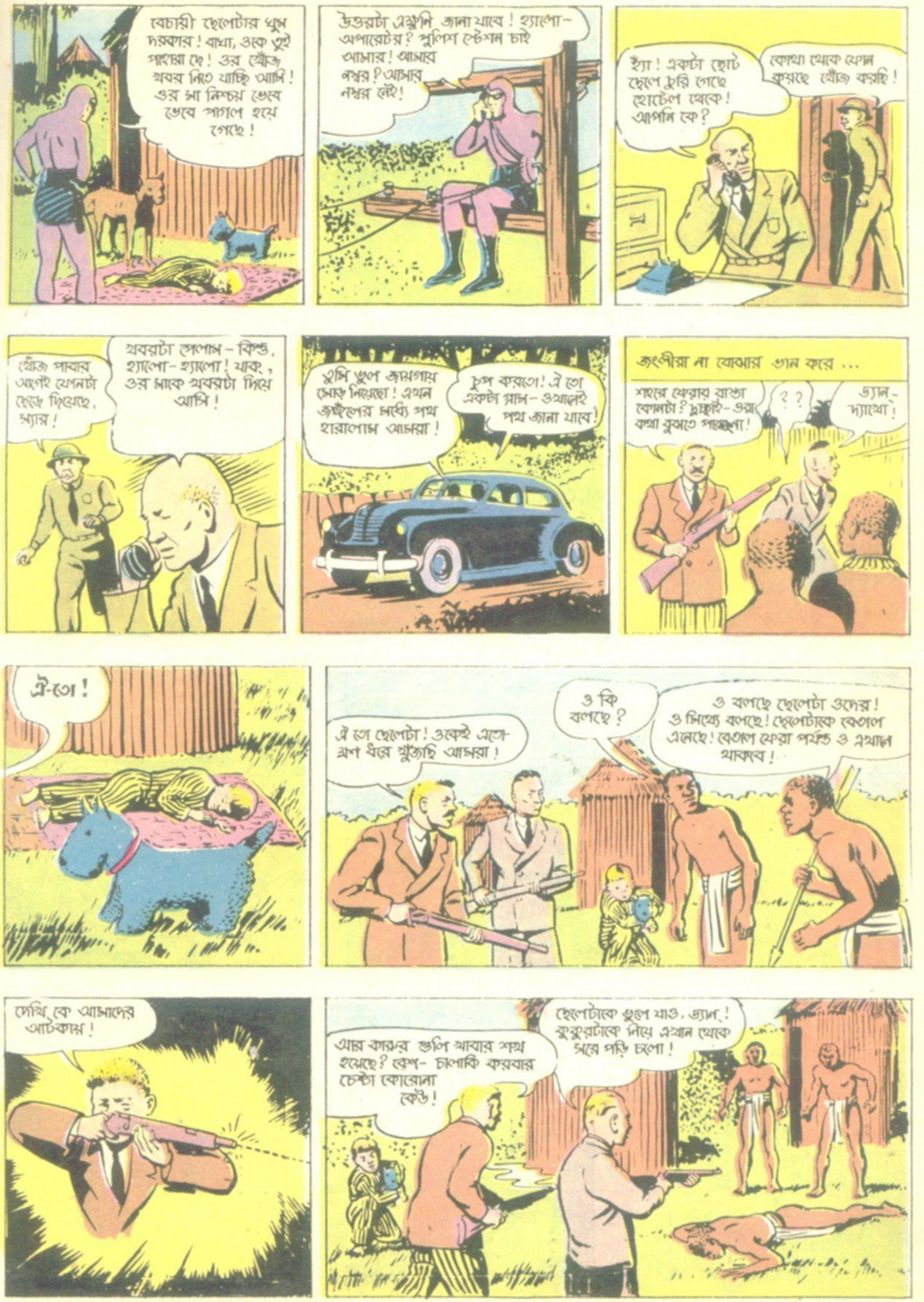
বেচারী ছেলেটার খুব দরকার! বাধা, ওকে তুই পাহারা দে! ওর খোঁজ খবর নিতে যাচ্ছি আমি! ওর মা নিশ্চয় ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেছে!
উত্তরটা এক্ষুণি জানা যাবে! হ্যালো- অপারেটর? পুলিশ স্টেশন চাই আমার! আমার নম্বর? আমার নম্বর নেই!
হ্যাঁ! একটা ছোট ছেলে চুরি গেছে হোটেল থেকে! আপনি কে?
কোথা থেকে ফোন করছে খোঁজ করছি!
খোঁজ পাবার আগেই ফোনটা ছেড়ে দিয়েছে, স্যার!
খবরটা পেলাম - কিন্তু, হ্যালো- হ্যালো! যাক, ওর মাকে খবরটা দিয়ে আসি!
তুমি ভুল জায়গায় মোড় নিয়েছো! এখন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারালাম আমরা!
চুপ করতো! ঐ তো একটা গ্রাম - ওখানেই পথ জানা যাবে!
জংলীরা না বোঝার ভান করে ...
শহরে ফেরার রাস্তা কোনটা? দুহাই- ওরা কথা বুঝতে পারছেনা!
? ?
ড্যান- দ্যাখো!
ঐ-তো!
ঐ তো ছেলেটা! ওকেই এতো গ্রাম ধরে খুঁজছি আমরা!
ও কি বলছে?
ও বলছে ছেলেটা ওদের! ও মিথ্যে বলছে! ছেলেটাকে কেড়ে এনেছে! কেড়ে ফেরা পর্যন্ত ও এখানে থাকবে!
দেখি কে আমাদের আটকায়!
আর কারুর গুলি খাবার শখ হয়েছে? বেশ- চালাকি করবার চেষ্টা কোরোনা কেউ!
ছেলেটাকে ভুলে যাও, ড্যান! কুকুরটাকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি চলো!

দাও ওটা!
না- ও আমার বোবো!
হঠাৎ বাঘা ঝাঁপ লোকগুলোর ওপর...
গুলি কোরোনা, ড্যান! ওকে সরাও আমার ওপর থেকে!
এবার ওটা দিয়ে দাও!
না- আ- আ-
হতচ্ছাড়া লোকগুলো হাতটা ঝুলে নিয়েছিল আর কি!
গাড়িতে চড়ো শিগ্গির! তোমরা কেউ নড়োনা যেন!
জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি কি করছে? কেউ কি ছেলেটার খোঁজ করছে?
লোকটা অল্পের জন্য বেঁচে যাবে! কে গুলি করলো একে?
আমরা জানিনা, বেতাল!
তোমাকেও মেরেছে ওরা? যাক্‌গে, ফোলাটা কাজে যাবে!
কিন্তু বেতালে বোবোর কথা ঠিক জানেনা!
ওরা বোবোকে নিতে এসেছিল!
না, ওরা তোমাকে নিতে এসেছিল! কয়েদীদের ভয়ে পালিয়েছে ওরা! তবে বেশীদূর পালাতে পারবে না!
এই রাস্তাটা কোথায় গেছে মিস্?
কি এসে যায়? আসলে কথা হলো খেলনা-কুকুরটা পাওয়া গেছে! হীরেগুলো ঠিক সেলাই করা আছে!
এ কি! কে যেন চারটে গুলিতে চারটে চাকাই ফাটিয়ে দিয়েছে!
ঐ যে, বড় পাথরটার পেছনে! করো গুলি এবার!
ওদের হাতে রয়েছে জোরালো বন্দুক! কিছু করার উপায় নেই! এখানেই অপেক্ষা কর তোরা!
ওরা এখনও বড় পাথরটার দিকে গুলি করছে, তার মানে আমাকে দেখতে পায়নি!

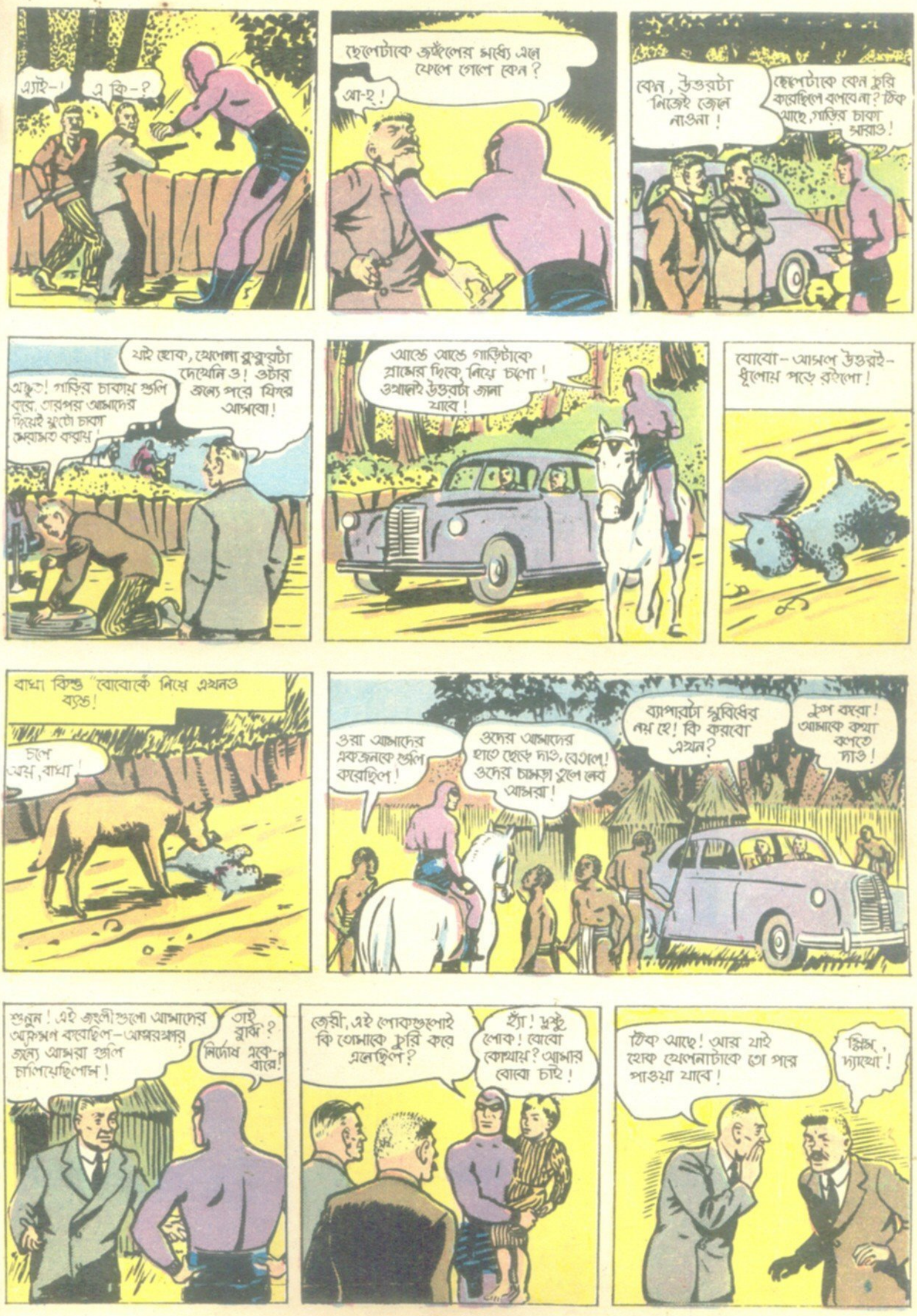
এ্যাই-!
এ কি-?
ছেলেটাকে জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে গেলে কেন?
আ-হ!
কেন, উত্তরটা নিজেই জেনে নাওনা!
ছেলেটাকে কেন চুরি করেছিলে বলবে না? ঠিক আছে, গাড়ির চাকা সারাও!
যাই হোক, খেলনা বুবুরটা দেখেনি ও! ওটার জন্যে পরে ফিরে আসবো!
অদ্ভুত! গাড়ির চাকায় গুলি করে, তারপর আমাদের দিয়েই ফুটো চাকা মেরামত করায়!
আস্তে আস্তে গাড়িটাকে গ্রামের দিকে নিয়ে চলো! ওখানেই উত্তরটা জানা যাবে!
বোবো-আসলে উত্তরই-ধূলোয় পড়ে রইলো!
বাধা কিন্তু বোবোকে নিয়ে এখনও ব্যস্ত!
চলে আয়, বাধা!
ওরা আমাদের একজনকে গুলি করেছিল!
ওদের আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, বেতাল! ওদের চামড়া তুলে নেব আমরা!
ব্যাপারটা সুবিধের নয় হে! কি করবো এখন?
চুপ করো! আমাকে কথা বলতে দাও!
শুনুন! এই জংলীগুলো আমাদের আক্রমণ করেছিল-আমরা আর জন্যে আমরা গুলি চালিয়েছিলাম!
তাই বুঝি? নির্দোষ লোক-বারে!
তোমরা, এই লোকগুলোই কি তোমাকে চুরি করে এনেছিল?
হ্যাঁ! দুষ্টু লোক! বোবো কোথায়? আমার বোবো চাই!
ঠিক আছে! আর যাই হোক খেলনাটাকে তো পাওয়া যাবে!
প্লিজ, দ্যাখো!

বোবোকে ছেড়ে দাও!
বাঘা ওটাকে মুখে করে নিয়ে এসেছে! বাঘা, ওকে ছেড়ে দে- ও সত্যিকারের কুকুর নয়!
ও বোবোকে কামড়ে দিয়েছে!
বেশী লাগেনি বোবোর! ওকে ঘেলাই করে দিলে আবার নতুন হয়ে যাবে- এ কি?
থেলনার ভেতরে থলে! পাথর রয়েছে মনে হচ্ছে - নয়তো হীরে এবার বুঝতে পেরেছি!
তোমরা জেরীর পুতুলের পেটে পুরে চোরাই হীরে গুলো এনেছিলে!
জেরী, তুমি সমানে বলে এসেছো দুষ্টুলোকগুলো বোবোকেই চায়! আমি বিশ্বাস করিনি!
বোবোর লেগেছে! বোবো কাঁদছে!
হীরে পাচার! ছেলে চুরি! তারপর ছেলেটাকে কাইলে মুখে ফেলে এলে! তোমাদের পুলিশের হাতে দেব, না জংলীদের হাতে ছেড়ে দেব?
পুলিশ- দয়া করুন!
সকালে- পুলিশ কর্তার দরজার সামনে-
এই সেই ছেলে চোর- হীরে পাচারকারী! সমাল সঙ্গেই রয়েছে! ছেলেটি নিরাপদ!
হীরেগুলো হাতের মুঠোয় পেয়েও- ফসকে গেল!
মা, বোবো ফিরে এসেছে!
জেরী সোনা!
জেরী যখন বোবোর কথা বলছিল, ওর কথা বিশ্বাস করিনি! এটাই শিক্ষা হল যে শিশুদের অবিশ্বাস করতে নেই!
COPR. 1982 KING FEATURES SYNDICATE, INC. WORLD RIGHTS RESERVED

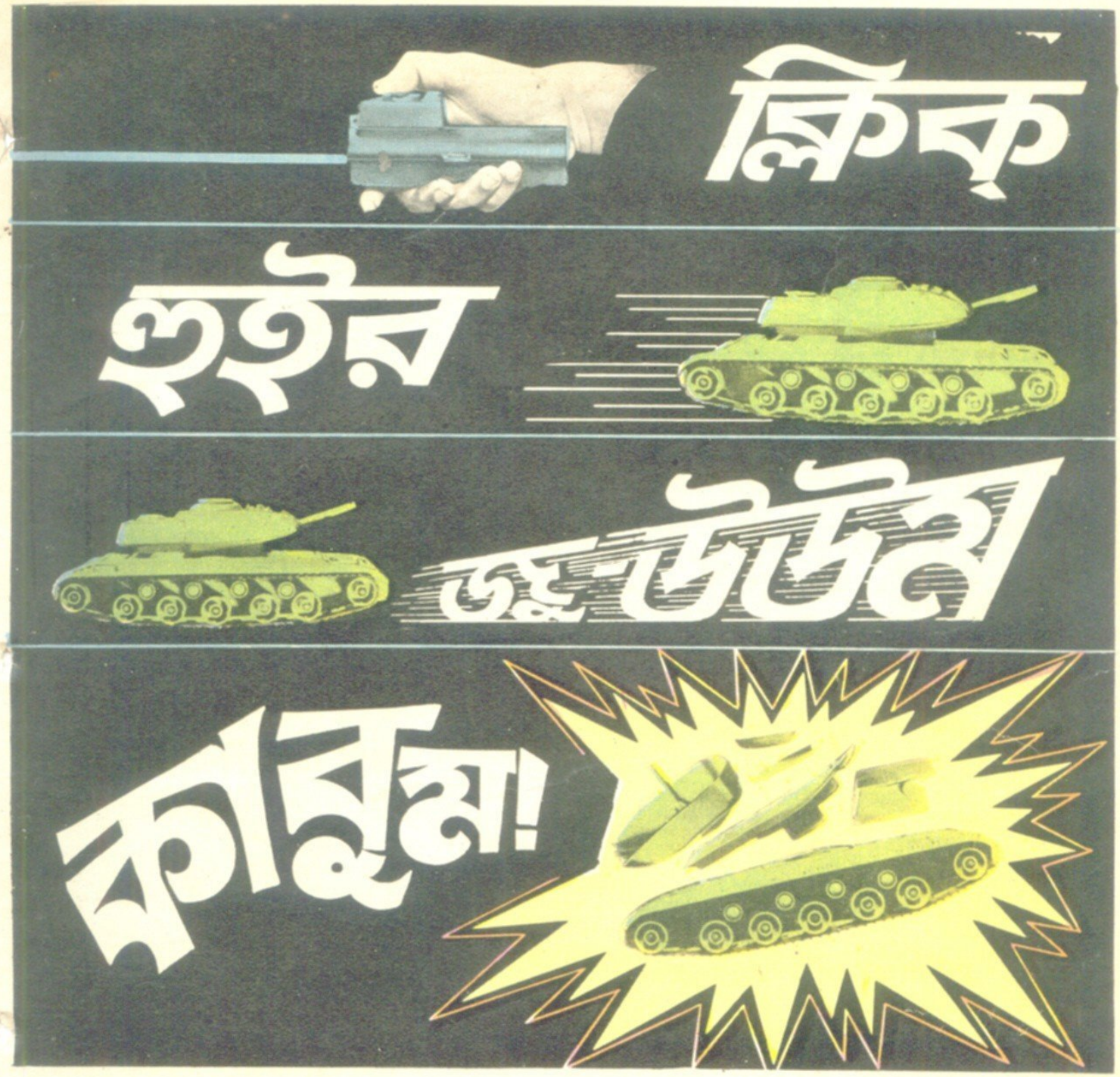

ভারতের পয়লা দূর-নিয়ন্ত্রিত খেলনা !
এক্সপ্লোডিং ট্যাঙ্ক নজর রাখুন কিভাবে কাজ করছে...
ক্লিক্...আপনি একটি বোতাম টিপছেন
হুইর্...গর্জে জীবন্ত হয়ে উঠছে
জুম...যেকোন ছ'দিকে চলতে শুরু করেছে
কাবুম ! মাইনের ধাক্কায় ফেটে গিয়ে পারতপক্ষে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে ! ১০ সেকেণ্ড বাদে, আবার জোড়া লাগাতে পারছেন। তখন আপনি আবার চালাতে পারবেন ! এক্সপ্লোডিং ট্যাঙ্ক— রোমাঞ্চকর, নতুন অভূতপূর্ব খেলনা !

এটি একটি টাইডি হোম উৎপাদন।

TIDY HOME

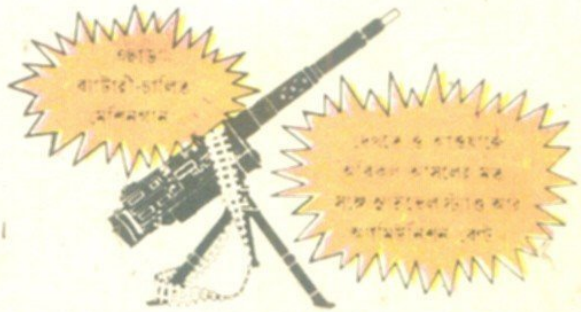

মিউচ্যুয়াল প্লাষ্টিক্স
নিলম মানসন, ত্রিভুবন রোড, বোম্বাই-৪.

Printed and published for the Proprietors Bennett, Coleman & Co., Ltd., by Pyarelal Sah at The Times of India Press, Bombay, India. Editor : Mahavir Adhikari.
Indrajal Comics, No. 84 March 15, 1970 Bengali

Registered with the Registrar of Newspapers
in India under No: R. N. 1158366

...নয়ত ক্লাসে ব'সে গ্লুকো খাবার জন্যে আমাকে বার ক'রে দেবে!

মাষ্টারমশাই যদি ধরে ফেলেন আমাকে, তবে ত' নিশ্চিত জানি উনিই আমার সব গ্লুকো শেষ ক'রে ফেলবেন—উনি ত' সবসময় বলেন পার্লে গ্লুকো বিস্কুট শক্তি-সঞ্চারক দুধ, চিনি ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ। কিন্তু ওর অপূর্ব আঘ্রাণ, অতুলনীয় স্বাদ ও এয়ারটাইট মচমচে ভাবের জন্যই গ্লুকো আমার প্রিয় বিস্কুট!

পার্লে
গ্লুকো

ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতির বিস্কুট

আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন!

everest/524b/PP BN

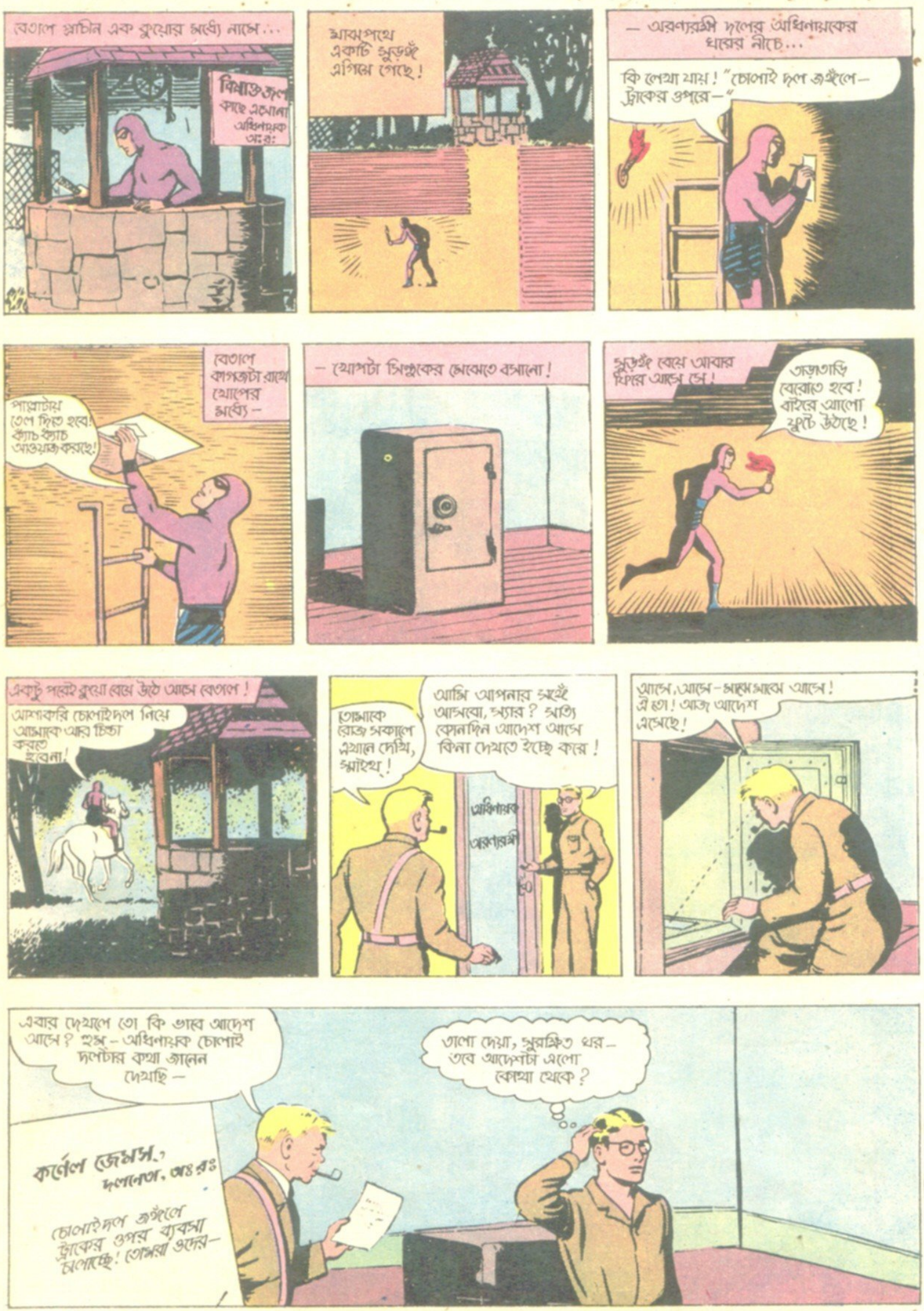

https://boierpathshala.blogspot.com